গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

(রাজনৈতিক অধিশাখা-২)

পরিপত্র

স্মারক নং-৪৪.০০.০০০০.০৭৫.১০.০০৮.১৪-৫৮৭ তারিখ : ০৮/০৯/২০১৪ খ্রিঃ

গত ২১ জুলাই, ২০১৪ খ্রিঃ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ৩য় সভায় উপস্থিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ ফলমূল ও খাদ্যদ্রব্যে ফরমালিন ও বিভিন্ন বিষাক্ত রাসায়নিক এবং ভেজাল মিশ্রণকারীদের বিরুদ্ধে নিবিড় ও ব্যাপকভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন। উক্ত নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে এ পরিপত্র জারী করা হলো।

(১) অবিলম্বে দেশব্যাপী ফলমূল ও খাদ্যদ্রব্যে ফরমালিন ও বিভিন্ন নাম সম্বলিত বিষাক্ত রাসায়নিক এবং ভেজাল মিশ্রণকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে "খাদ্যে রাসায়নিক দ্রব্য ও ভেজাল মিশ্রণ নিরোধ অভিযান" নামে একটি সমন্বিত ও ব্যাপকভিত্তিক অভিযান পরিচালনা করা হবে।

(২) ফলমূল ও খাদ্যদ্রব্যে ফরমালিন ও বিভিন্ন বিষাক্ত রাসায়নিক এবং ভেজাল মিশ্রণকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ বিষয়ে (ক) অপরাধ দমন অভিযান পরিচালনা (খ) আমদানি, রপ্তানি ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ এবং শাস্তি প্রদানে আইনের যথাযথ প্রয়োগ (গ) গবেষণা ও প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ (ঘ) গণসংযোগ ও সচেতনতা বৃদ্ধি- এই চতুর্মুখী কৌশল সম্বলিত কার্যব্যবস্থা নির্ধারণপূর্বক সুপরিকল্পিত ও সুসমন্বিতভাবে সার্বিক কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

(৩) এই অভিযানের আওতায় জেলা পর্যায়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণ এতদুদ্দেশ্যে সুনির্দিষ্টভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক গোপন তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে মাসভিত্তিক সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের বাজার, দোকান ও সংরক্ষণাগারে ব্যাপকভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করবেন।

(৪) জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণ পরিচালিত মোবাইল কোর্টের সংখ্যা, পরিচালিত অভিযানে রুজুকৃত মামলা ও গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের সংখ্যা, আদায়কৃত জরিমানার পরিমাণ, অভিযান পরিচালনায় কোন সমস্যা থাকলে তার তথ্য এবং জনসংযোগ ও প্রচারণা সংক্রান্ত কার্যক্রমের সুনির্দিষ্ট তথ্যসহ (২) নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত চতুর্মুখী কৌশল সম্বলিত কার্যব্যবস্থার প্রতিটিতে কি কি কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে এবং এর অগ্রগতি কতটুকু তা পৃথকভাবে উল্লেখপূর্বক মাসিক প্রতিবেদন পরবর্তী মাসের ৫ তারিখের মধ্যে মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।

(৫) জেলা থেকে প্রাপ্ত ফলমূল ও খাদ্যদ্রব্যে ফরমালিন ও বিষাক্ত রাসায়নিক এবং ভেজাল মিশ্রণকারীদের বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থা সংক্রান্ত প্রতিবেদন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে সমন্বিত বিবরণী আইন-শৃংখলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি এবং বিভাগীয় কমিশনারগণের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত আইন-শৃংখলা সংক্রান্ত মাসিক সমন্বয় সভায় আলোচনা করতে হবে।

(৬) প্রতিটি জেলায় উপরে বর্ণিত চারটি বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণের পরিপূর্ণ প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে "খাদ্যে রাসায়নিক দ্রব্য ও ভেজাল মিশ্রণ নিরোধ অভিযানের" কার্যক্রম শুরু করতে হবে। আনুষ্ঠানিকভাবে আয়োজিত এসব অনুষ্ঠানে জনপ্রতিনিধি, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, মিডিয়া কর্মী, স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনের সদস্যসহ সমাজের সকল পর্যায়ের লোকজনকে সম্পৃক্ত করতে হবে। বিভাগীয় কমিশনারগণ জেলা পর্যায়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। অনুষ্ঠানসমূহের সংবাদ স্থানীয় ক্যাবল নেটওয়ার্ক/টিভি চ্যানেল এবং সম্ভব হলে জাতীয়ভাবে মিডিয়াতে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সভায় জেলার মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্যবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানাতে হবে এবং জেলার সংশ্লিষ্ট মাননীয় মন্ত্রীকে প্রধান অতিথি হিসাবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানাতে হবে। এ বিষয়ে তথ্য মন্ত্রণালয় ও তথ্য অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবেন।

(৭) এ অভিযান সফল করার লক্ষ্যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ স্ব স্ব অধিক্ষেত্রাধীনে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার লক্ষ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে উপজেলাভিত্তিক নিয়োজিত করবেন এবং পুলিশ সুপারগণ এ উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও ফোর্সের সমন্বয়ে উপজেলাভিত্তিক কমপক্ষে একটি করে টিম পূর্বাহ্নে গঠন করে এবং প্রস্তুত রেখে সংশ্লিষ্ট সকলকে লিখিতভাবে অবহিত করবেন।

(৮) খাদ্যদ্রব্য ও ফলমূলে ফরমালিনসহ বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ ও ভেজাল মিশ্রণের কুফল ও ক্ষতিকারক দিকসমূহ এবং সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে স্থানীয়ভাবে এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৯) জেলা পর্যায়ে "খাদ্যে রাসায়নিক দ্রব্য ও ভেজাল মিশ্রণ নিরোধ অভিযানের" সার্বিক কার্যক্রম সমন্বয় ও তদারকির জন্য নিম্নরূপ কমিটি থাকবে ঃ

১।	মাননীয় সংসদ সদস্য/বৃন্দ	- উপদেষ্টা
২।	জেলা ম্যাজিস্ট্রেট	- সভাপতি
৩।	পুলিশ সুপার	- সদস্য
৪।	সিভিল সার্জন	- সদস্য
৫।	উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	- সদস্য
৬।	জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা	- সদস্য
৭।	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	- সদস্য
৮।	স্থানীয় সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ	- সদস্য
৯।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)	- সদস্য
১০।	জেলা শিক্ষা অফিসার	- সদস্য
১১।	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার	- সদস্য
১২।	জেলা কমান্ড্যান্ট, আনসার ও ভিডিপি	- সদস্য
১৩।	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	- সদস্য
১৪।	জেলা তথ্য অফিসার	- সদস্য
১৫।	উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন	- সদস্য
১৬।	নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	- সদস্য

১৭।	মেয়র, স্থানীয় পৌরসভা (প্রথম শ্রেণী)	- সদস্য
১৮।	বিজিবি'র একজন প্রতিনিধি	- সদস্য
১৯।	এনএসআই এর একজন প্রতিনিধি	- সদস্য
২০।	ডিজিএফআই-এর একজন প্রতিনিধি	- সদস্য
২১।	র‍্যাবের একজন প্রতিনিধি	- সদস্য
২২।	বিএসটিআই এর একজন প্রতিনিধি	- সদস্য
২৩।	পরিবেশ অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি	- সদস্য
২৪।	কনজুমার এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) এর একজন প্রতিনিধি-	- সদস্য
২৫।	সভাপতি, চেম্বার অব কমার্স	- সদস্য
২৬।	সভাপতি/সম্পাদক, প্রেস ক্লাব	- সদস্য
২৭।	জেলার ০২ জন গণ্যমান্য ব্যক্তি (জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
২৮।	জেলার ০২ জন এনজিও প্রতিনিধি (জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
২৯।	অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট	- সদস্য সচিব

(১০) কমিটির কার্যপরিধি (ToR) হবে নিম্নরূপ ঃ

(ক) নিয়মিতভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য ও ফলমূলে ফরমালিনসহ বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ ও ভেজাল মিশ্রণকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ ও দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ পরিমাপের কারাদন্ড ও অর্থদন্ড প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

(খ) নিয়মিত ও নিবিড়ভাবে এতদবিষয়ক কার্যক্রম মনিটর করা ও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান।

(গ) ফরমালিন/ভেজাল বিরোধী কার্যক্রম গ্রহণ ও অভিযান পরিচালনায় কোন সমস্যা দেখা দিলে তা স্থানীয়ভাবে সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা, প্রয়োজনে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট বিষয়টি প্রেরণ করা।

(ঘ) পরিচালিত মোবাইল কোর্ট/অভিযান, রুজুকৃত মামলা ও গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের সংখ্যা, আদায়কৃত জরিমানার পরিমাণ ইত্যাদির সুনির্দিষ্ট তথ্যসহ (২) নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত চতুর্মুখী কৌশল সম্বলিত কার্যব্যবস্থার প্রতিটিতে কি কি কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে এবং এর অগ্রগতি কতটুকু তা পৃথকভাবে উল্লেখপূর্বক মাসিক প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে নিয়মিতভাবে ও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রেরণ নিশ্চিত করা।

(ঙ) কমিটি প্রতি মাসে কমপক্ষে ১ বার সভায় মিলিত হবেন। পরিস্থিতি বিবেচনায় কমিটি মাসে একাধিক বারও সভায় মিলিত হতে পারবে।

(চ) কমিটি প্রয়োজনবোধে যে কোন এক বা একাধিক ব্যক্তিকে কো-অপ্ট করতে পারবে।

(১১) উপজেলা পর্যায়ে "খাদ্যে রাসায়নিক ও ভেজাল মিশ্রণ নিরোধ অভিযানের" সার্বিক কার্যক্রম সমন্বয় ও তদারকীর জন্য নিম্নরূপ কমিটি থাকবে ঃ

১।	মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য	-	মুখ্য উপদেষ্টা
২।	উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান	-	উপদেষ্টা
৩।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	-	সভাপতি
৪।	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	-	সদস্য
৫।	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	-	সদস্য
৬।	উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা	-	সদস্য
৭।	থানা অফিসার ইন-চার্জ	-	সদস্য

৮।	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	-	সদস্য
৯।	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	-	সদস্য
১০।	উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী	-	সদস্য
১১।	ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানবৃন্দ	-	সদস্য
১২।	স্থানীয় পৌর সভার মেয়র/প্যানেল মেয়র/প্রতিনিধি	-	সদস্য
১৩।	বিএসটিআই এর একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
১৪।	পরিবেশ অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
১৫।	সভাপতি, স্থানীয় প্রেস ক্লাব	-	সদস্য
১৬।	সভাপতি, স্থানীয় চেম্বার/ব্যবসায়ী সমিতি	-	সদস্য
১৭।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত ২ জন গণ্যমান্য ব্যক্তি	-	সদস্য
১৮।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার মনোনীত ২ জন এনজিও প্রতিনিধি	-	সদস্য
১৯।	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	-	সদস্য সচিব

(১২) কমিটির কার্যপরিধি (ToR) হবে নিম্নরূপ ঃ

(ক) নিয়মিতভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য ও ফলমূলে ফরমালিনসহ বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ ও ভেজাল মিশ্রণকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ ও দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করা।

(খ) নিয়মিত ও নিবিড়ভাবে এতদবিষয়ক কার্যক্রম মনিটর করা ও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান।

(গ) ফরমালিন/ভেজাল বিরোধী কার্যক্রম গ্রহণ ও অভিযান পরিচালনায় কোন সমস্যা দেখা দিলে তা স্থানীয়ভাবে সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা, প্রয়োজনে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট বিষয়টি প্রেরণ করা।

(ঘ) পরিচালিত মোবাইল কোর্ট/অভিযান, রুজুকৃত মামলা ও গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের সংখ্যা, আদায়কৃত জরিমানার পরিমাণ ইত্যাদির সুনির্দিষ্ট তথ্যসহ (২) নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত চতুর্মুখী কৌশল সম্বলিত কার্যব্যবস্থার প্রতিটিতে কি কি কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে এবং এর অগ্রগতি কতটুকু তা পৃথকভাবে উল্লেখপূর্বক পাক্ষিক প্রতিবেদন জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে নিয়মিতভাবে ও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রেরণ নিশ্চিত করা।

(ঙ) কমিটি প্রতি মাসে কমপক্ষে ২ বার সভায় মিলিত হবেন।

(চ) কমিটি প্রয়োজনবোধে যে কোন এক বা একাধিক ব্যক্তিকে কো-অপ্ট করতে পারবে।

(১৩) দেশের সকল মেট্রোপলিটন এলাকায় "খাদ্যে রাসায়নিক ও ভেজাল মিশ্রণ নিরোধ অভিযানের" সার্বিক কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য নিম্নরূপ কমিটি থাকবে ঃ

১।	কমিশনার, মেট্রোপলিটন পুলিশ	- সভাপতি
২।	প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন (উত্তর/দক্ষিণ)	- সদস্য
৩।	জেলা প্রশাসক এর প্রতিনিধি-	- সদস্য
৪।	পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট/বিভাগ, স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় এর একজন শিক্ষক-	সদস্য
৫।	উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর-	- সদস্য
৬।	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা-	- সদস্য
৭।	উপ-পুলিশ কমিশনার (মিডিয়া এন্ড পাবলিক রিলেশন), মেট্রোপলিটন এলাকা	- সদস্য

৮।	এফবিসিসিআই এর একজন প্রতিনিধি-	- সদস্য
৯।	চেম্বার অব কমার্স ইন্ডাস্ট্রিজ (ডিসিসিআই) এর একজন প্রতিনিধি-	- সদস্য
১০।	কনজুমার এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) এর একজন প্রতিনিধি-	- সদস্য
১১।	জনস্বাস্থ্য ইসস্টিটিউট, এর একজন প্রতিনিধি-	- সদস্য
১২।	এনএসআই এর একজন প্রতিনিধি	- সদস্য
১৩।	ডিজিএফআই এর একজন প্রতিনিধি	- সদস্য
১৪।	এসবি'র একজন প্রতিনিধি	- সদস্য
১৫।	র‍্যাবের একজন প্রতিনিধি	- সদস্য
১৬।	বিএসটিআই এর একজন প্রতিনিধি	- সদস্য
১৭।	পরিবেশ অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি	- সদস্য
১৮।	মহানগর এলাকার ০২ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি- (পুলিশ কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
১৯।	মহানগর এলাকার ০২ জন এনজিও প্রতিনিধি (পুলিশ কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
২০।	বাংলাদেশ কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক এন্ড ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল রিসার্চ, সায়েন্স ল্যারেটরী এর প্রতিনিধি-	- সদস্য
২১।	উপ-পুলিশ কমিশনার (সদর দপ্তর ও প্রশাসন), মেট্রোপলিটন এলাকা	- সদস্য সচিব

(১৪) কমিটির কার্যপরিধি (ToR) হবে নিম্নরূপ ঃ

(ক) নিয়মিতভাবে ফরমালিন ও ভেজাল বিরোধী অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য ও ফলমূলে ফরমালিনসহ বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ ও ভেজাল মিশ্রণকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ ও দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করা।

(খ) নিয়মিত ও নিবিড়ভাবে এতদবিষয়ক কার্যক্রম মনিটর করা।

(গ) ফরমালিন/ভেজাল বিরোধী কার্যক্রম গ্রহণ ও অভিযান পরিচালনায় কোন সমস্যা দেখা দিলে তা স্থানীয়ভাবে সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা, প্রয়োজনে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট বিষয়টি প্রেরণ করা।

(ঘ) পরিচালিত অভিযানে রুজুকৃত মামলা ও গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের সংখ্যা, আদায়কৃত জরিমানার পরিমাণ ইত্যাদির সুনির্দিষ্ট তথ্যসহ (২) নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত চতুর্মুখী কৌশল সম্বলিত কার্যব্যবস্থার প্রতিটিতে কি কি কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে এবং এর অগ্রগতি কতটুকু তা পৃথকভাবে উল্লেখপূর্বক পাক্ষিক প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে ও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করা।

(ঙ) মেট্রোপলিটন এলাকায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৫/৬/২০১৪খ্রিঃ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৪০.১৯.০০৫.১৩-২৯৮নং প্রজ্ঞাপনে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সংযুক্ত বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে এ অভিযানের আওতায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করবেন।

(চ) কমিটি প্রতি মাসে কমপক্ষে ২ বার সভায় মিলিত হবেন।

(ছ) কমিটি প্রয়োজনবোধে যে কোন এক বা একাধিক ব্যক্তিকে কো-অপট্ করতে পারবে।